W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

The news item published in the Ei-samoy dt. 26.5.17, captioned "Suraksha Barma" — over the matter a report has been submitted for kind Perusal.

30/5/17

ADG (WBHRC)

Hon'ble Chairman.
WBHRC.

My Lord,

I am herewith submitting the views of I.W. officials for kind perusal.

30/5/17

Let the matter come up for clarification on 6th June 2017 for the following day.
on 07-06-2017.

1/6/2017

Discussed.
Let a report from / view of C.P. Kolkata Police be called for by 17th July 2017.

As desired by the Hon'ble Commission studied the news item published in the 'Eisomoy" newspaper dt. 26.05.17 captioned "Suraksha Barma Charai Pothe Mohila Police". The column explains that during the "Lalbazar March by BJP on 25.05.17" the police arrangements deployed at Bentick St. Crossing were found with chest guards, dhals, helmets, lathis and other precautionary arrangement except the lady police on duty.

The lady police were performing their duties without chest guards and dhals unlike male police personnel which could have been fatal during pelting of stones and bricks by the agitated mob and hooligans. It was also reported that during the process of controlling the mob, scuffle takes place between police and protesters and there is every chance of molestation on the lady police. One of the lady police (name not disclosed) expressed her concern over this, as reported.

Retired police officers and the respected Chairperson, Women Commission also gave their views on the similar note.

To shun these unwanted incidents and ensure safety, security and modesty of lady police personnel- Chest Guards, Helmets, Dhals, Lathis should be made mandatory in use for the lady police on duty all over the State in case of law and order duties.

29/5/17

Superintendent of Police
W.B. Human Rights Commission
Purta Bhaban, Salt Lake, Kol-91

সুরক্ষা বর্ম ছাড়াই পথে মহিলা পুলিশ

পুরুষ কর্মী ও বাহিনীর নেত্রীর জন্য বিশেষ সুরক্ষা, প্রমীলা বাহিনীর যদিও জোটেনি — এই সময়

এই সময়: সামনে ধেয়ে আসছে বিক্ষোভকারীর দল। তাদের সঙ্গে বোমা আছে না পাথর, জানা নেই। হামলাকারীদের ঠেকাতে প্রস্তুত পুলিশবাহিনীও। তাঁদের শরীরে কমব্যাট পোশাক, হাতের ঢাল, মাথার টুপি, চেস্ট গার্ড। না, সবার শরীরে নয়। শুধু পুরুষ পুলিশকর্মীদের শরীরে! একই সারিতে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত জনতা ঠেকানোর দায়িত্বে মহিলা পুলিশকর্মীরা থাকলেও, তাঁদের দেওয়া হয়েছে শুধু টুপি আর লাঠি। বৃহস্পতিবার, বিজেপির লালবাজার অভিযানে দেখা গেল এমনই বৈষম্য। নিট ফল, আহতের তালিকায় নাম লেখালেন ঢাল-বর্মহীন বেশ কিছু মহিলা পুলিশকর্মীও।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে বিজেপির লালবাজারমুখী সমর্থকদের প্রতিহত করার জন্য কৌশল সাজাচ্ছিলেন ডিসি (এসইডি) গৌরব শর্মা। ছিলেন স্পেশ্যাল কমিশনার বিনীত গোয়েলও। রোবোকপ আর ঢাল হাতে বাহিনীর পর পুরুষ ও মহিলা পুলিশের দল। বাদামি চেস্ট গার্ড আর মাথায় টুপি এঁটে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষ সহকর্মীর পাশেই মহিলারা কিন্তু রয়েছেন কোনও রকম বর্ম ছাড়াই।

মহিলা পুলিশদের গার্ড নেই! বিস্ময় প্রকাশ করতেই পাশে দাঁড়ানো এক পুলিশকর্মী বলে ওঠেন, 'ওরা তো আসলে সামনে থেকে মব কন্ট্রোল করবে না। তাই দেওয়া হয় না ওদের।' কিন্তু, উন্মত্ত জনতা যে ওই মহিলাদের দিকে ধেয়ে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? ধেয়ে আসলে তো তখন একজন পুলিশকর্মী হিসেবেই ওই মহিলা আধিকারিক বা কর্মীকে রক্ষা করতে হবে ব্যারিকেডকে। একজন মহিলা হিসেবে শারীরিক হেনস্থারও তো শিকার হতে পারেন ওই কর্মী। তা হলে তাঁকে কেন দেওয়া হবে না চেস্ট গার্ড? উত্তর নেই।

বাস্তব যদিও বলল অন্য কথাই। অভিযান শুরুর এক ঘণ্টার মাথায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ভিড়ে ঢুকে মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নেতৃত্বে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে ফেলেন ওই মহিলা পুলিশের দলই। রূপাকে ছাড়াতে তখন ধস্তাধস্তি করছেন বিজেপির সমর্থকেরা। বলাই বাহুল্য সে দলে পুরুষরাই ছিলেন বেশি। কিছু দূরে, টি-বোর্ডের সামনেও একই ছবি। সেখানে রাস্তার দু'ধারের ভিড়কে ঠেকানোর দায়িত্বে ছিলেন মহিলারা। রিজার্ভ ফোর্সের

বাহিনীতে বৈষম্য

মহিলাদের এখানে হাতে লাঠি নিয়ে তাড়াও করতে দেখা গেল। তাঁদেরও জোটেনি চেস্ট গার্ড। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা পুলিশকর্মীর কথায়, 'এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের অনেককেই মলেস্টেশনের শিকার হতে হয়।'

বিষয়টা মানছেন অবসর প্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (সেন্ট্রাল) বিকাশ চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'জনতা নিয়ন্ত্রণের সময় মহিলাদেরও পুরুষের সমান কাজ করতে হয়। তাঁদের নানা ভাবে হেনস্থা হতে দেখেছি।' এমন ঘটনা আদতে মহিলাদের প্রতি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব বলেই মত মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'মহিলারা একই কাজ করলেও, তাঁদের সমান মর্যাদা দেওয়ার অভ্যেসটাই নেই সমাজের।'